R. N. No. 2532/57   Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483   Regd. No.—WB/RNP 214

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্নিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং— ১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
২৯শে নভেম্বর, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

পুনর্বাসনে ঘর তৈরীতে যা টাকা চেয়েছিলাম তা পাইনি—মহকুমা শাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাম্প্রতিক বন্যায় যাদের ঘর পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের জন্য মহকুমা প্রশাসন যে টাকা চেয়েছিল সরকার তা দেয়নি। মহকুমা শাসক অমরনাথ মল্লিকের মতে, আমাদের দাবী ছিল ১৮ কোটি ৩৯ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। পেয়েছি ৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। এ টাকা গত ১৮ নভেম্বর থেকে পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্তদের দু' হাজার করে দেওয়া শুরু হয়েছে। এ কাজ প্রায় শেষ অবস্থায়। এরপর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীনদের এক হাজার টাকা করে বিলি করা হবে। তার তালিকা এখন ব্লকে ব্লকে তৈরী হচ্ছে। অন্যদিকে জঙ্গিপুর পুর এলাকায় দু' হাজার টাকা করে মোট ২২০৫ জনকে গৃহ নির্মাণ বাবদ দেওয়া হয়েছে বলে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান। এখনও কিছু মানুষকে এই টাকা দেওয়া হবে। এছাড়া বন্যার সময় যে সব কমিশনার ওয়ার্ডে রন্ধনশালা খুলে খিচুড়ি খাইয়েছে তাদের চাল, ডাল, তেল, মসলা, জ্বালানি, পরিবহণ ইত্যাদির খরচও পুরসভা দেবে বলে মৃগাঙ্কবাবু জানান।

পুলিশ সহায়ক কেন্দ্রের দখল নিয়ে ফরাক্কায় ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ, পুলিশের লাঠিচার্জ, দু'জন গ্রেপ্তার

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ২০ নভেম্বর নতুন ফরাক্কায় একটি পুলিশ সহায়ক কেন্দ্রকে ঘিরে বাস মালিক ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সারাদিন ধরে ক্ষোভ-বিক্ষোভে ফরাক্কা অচল হয়ে যায়। কয়েক বছর আগে ফরাক্কা থানার ওসি প্রণব মৈত্রর উদ্যোগে ৩৪নং জাতীয় সড়কের ধারে পুলিশ কর্মীদের জন্য একটি সহায়ক কেন্দ্র খোলা হয়। সেখানে রাতে পুলিশ কর্মীরা ডিউটির সময় সাময়িক বিশ্রাম নিতেন। বর্তমানে দিনের বেলায় জঙ্গিপুর মহকুমা বাস মালিক সমিতি বুকিং কাউন্টার খোলার প্রস্তাব দেয় পুলিশকে। সেখানে তারা একটি টেলিফোন বুথ ও পয়সা দিয়ে ব্যবহারের জন্য প্রস্রাবাগার খোলারও ঠিক করে। এতে কিছু বেকার যুবকের রোজগারের সন্ধান হবে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুরে দুই আসামীর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দীর্ঘ এগারো বছর মামলা চলার পর গত ২৮ নভেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে বিচারপতি এস কে মান্নানের এজলাসে ফরাক্কার খুনের কেসের দুই আসামীর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হ'লো। খবর, বিচারপতি শ্রী মান্নান আগামী ৩০ নভেম্বর এখান থেকে বদলি হয়ে যাবার পূর্বে এই দণ্ডাদেশ দিয়ে গেলেন। সরকারী পক্ষে মামলা লড়েন এ্যাডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর মৃণাল ব্যানার্জী এবং আসামী পক্ষে ছিলেন বহরমপুরের আইনজীবী দিলীপ দত্ত ও কিশলয় সেনগুপ্ত। অভিযুক্ত তিন আসামীর মধ্যে দু' জন—হারেম সেখ ও সানোয়ার সেখকে ৩০২/৩৪ ধারায় অভিযুক্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ছাড়া পাঁচ হাজার টাকা (শেষ পৃষ্ঠায়)

অগ্নিদগ্ধ হয়ে স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসের করণিক সুব্রত মুখার্জীর স্ত্রী প্রতিমা মুখার্জী (৩৫) গত ১৯ নভেম্বর দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগোয়া গোপালনগর বাসাবাড়ীতে অগ্নিদগ্ধ হলে তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৪ নভেম্বর প্রতিমা মারা যান। খবরে জানা যায়, সুব্রতবাবু একজন বেহেড মাতাল। বাড়ীর জিনিষপত্র বিক্রি করে মদ খাওয়াই তার অভ্যাস ছিল। এতে স্ত্রী বাধা দিলে এই দুর্ঘটনা বলে জানা যায়। মদ্যপ অবস্থায় সুব্রত অফিস করতো বলে অফিসকর্মীদেরও অভিযোগ। পুলিশ প্রতিমার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে সুব্রতকে ২৩ নভেম্বর (শেষ পৃঃ)

গিরিয়া স্কুল ভোটে চার মহাজোট প্রার্থী জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৫ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গিরিয়া হাই স্কুলের পরিচালন সমিতির অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনে সিপিএমকে পরাজিত করে চারটি আসনের সবকটিতেই বামবিরোধী মহাজোটের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত নেতা গিয়াসউদ্দিনের উদ্যোগে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং গিয়াসপন্থী বিক্ষুব্ধ সিপিএম নির্দল হিসাবে জোট বেঁধে প্রার্থী দেয়। নির্বাচন নিয়ে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দেয়। গত ১৯৭৯ সালের পর ঐ স্কুলে প্রথম নির্বাচন হ'লো মূলতঃ দুই বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস প্রার্থী মতিব সেখ ও ষষ্টী হালদারের বিরোধিতার জন্যই। (শেষ পৃঃ)

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত
সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খণ্ড)
দাম ঃ প্রতি খণ্ড ৭০.০০, দুই খণ্ড একত্রে ১১০.০০ (ডাক খরচ পৃথক)
প্রাপ্তিস্থান ঃ দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোন ঃ এস টি ডি ০৩৪৮৩/৬৬২২৮ (প্রেস)/৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ দিন আগত ঐ ॥

বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় তাবৎ পড়ুয়াদের সম্বন্ধে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নাকি সুদিন আসিতেছে। এই সুদিন নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের দৌলতে আসিতে পারে। খবরে জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় নীতির কথা ভাবিতেছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষায় পাশ-ফেল প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইবে। চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকলের অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকিবে। সরকারি-বেসরকারি সর্বস্তরের বিদ্যালয়ে সমাজের অনুন্নত ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য শতকরা কুড়ি ভাগ আসন সংরক্ষিত থাকিবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় মানব-সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী শিক্ষার মান উন্নত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। সংসদের বর্তমান অধিবেশনে হয়ত শিক্ষাবিষয়ক কিছু বিল উত্থাপিত হইতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপারে কোনও নীতি বদলাইতে অথবা বর্জন করিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে দেশের শিক্ষাবিদদিগের সহিত আলোচনা হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। হয়ত বিষয়টি রাজনৈতিক স্তরে আলোচিত হইয়া থাকিবে।

বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধানতঃ সিলেবাস, পুস্তক-নির্বাচন ও পাঠক্রমের মধ্যে সংযোগ রক্ষা এবং সমন্বয় সাধন করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত এন সি আর টি দশম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষায় পাস-ফেল ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার পক্ষে নাকি রায় দিয়াছেন। ইঁহাদের মতে পাস করা ছাত্র সবিশেষ জানিতে পারে এবং ফেল করা ছাত্র কিছুই জানেনা, তাহা হইতে পারে না। এন সি আর টি আরও মনে করেন যে, আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে যে ধরনের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে উপযুক্ত মূল্যায়ন হয় না ; পরীক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। তাই ইঁহারা মনে করেন যে, বিদ্যালয়ে সেমিষ্টার পদ্ধতি চালু করা দরকার। পাস-ফেলের পরিবর্তে গ্রেড প্রথা হইবে উপযুক্ত। মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষা চারিটি সেমিষ্টারে যাহার তিনটি পরিচালিত হইবে বিদ্যালয় কর্তৃক এবং শেষেরটি বোর্ড বা পর্ষদ কর্তৃক। সেমিষ্টার পদ্ধতিতে ছাত্রদের উপস্থিতি, পাঠগ্রহণের ক্ষমতা ও মেধার ভিত্তিতে বিচার করিয়া মূল্যায়ন করা হয়। কোনও ছাত্র এই ভিত্তির ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রকাশ করিলে নির্দিষ্ট সময় অন্তে তাহাকে আর বিদ্যালয়ে রাখা হয়না। ফলতঃ ইহা পাস-ফেলের একরূপ নামান্তর বলিয়া অনেকে মনে করেন।

এন সি আর টি-র অভিমত কিন্তু অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করে নাই। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে পাস-ফেল প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার সরকারী প্রয়াস সর্বস্তরে স্বীকৃত ও অভিনন্দিত হয় নাই। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাবিদদের সুচিন্তিত অভিমত গ্রহণ করা হয় নাই। শিক্ষাসংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনায় রাজনৈতিক প্রভাব থাকা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া দেশের শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাবিদরা মনে করিতেছেন।

এখন বিদ্যালয়ে পাস-ফেল প্রথা তুলিয়া দেওয়া হউক, অথবা চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা হউক বা অনগ্রসর ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য আসন সংরক্ষণের নীতি হউক, এইগুলি সবই দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চিন্তা-নায়কদের সহিত আলোচনা করিয়া গ্রাহ্য হওয়া দরকার। আমাদের দেশের শিক্ষার ব্যাপারে সুস্পষ্ট জাতীয় নীতি অদ্যাপি গৃহীত হয় নাই, সবই পরীক্ষামূলকভাবে চলিতেছে। বিদ্যালয়ে পাস-ফেল প্রথা উঠাইয়া দিলে পড়ুয়াদের পড়াশুনার অনীহাবৃদ্ধির দিন প্রায় আসিয়া পড়িল। শিক্ষায় নৈরাজ্য দেখা দিতে বিলম্ব হইবে না—অনেকেই তাহা মনে করিতেছেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জঙ্গিপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যালের তুঘলকি কাণ্ড

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ জঙ্গিপুর কলেজের ৬০টি ডেস্ক ও বেঞ্চ তৈরীর ব্যাপারে একটা টেণ্ডার ডাকা হয়। টেণ্ডার নং এন, আই, টি ১২৫ তাং ৯/৯/২০০০। ২০/৯/২০০০ টেণ্ডার খোলার পর সর্বনিম্ন দর অনুযায়ী কাজটি আমি (ক্রিয়েটিভ এণ্টারপ্রাইজ) পায়। পরবর্তীতে ১৬/১০/২০০০ সকালে কলেজের দপ্তরী জয়দেব কর্মকারকে নিয়ে প্রিন্সিপ্যাল আমার কারখানায় আসেন ও টেণ্ডারের মালগুলো তৈরীর ব্যাপারে মৌখিক অর্ডার দিয়ে সত্বর সরবরাহের ব্যবস্থা করতে বলেন। আমি এর লিখিত অর্ডার চাইলে উনি বলেন—একজন ভদ্রলোকের মুখের কথাই যথেষ্ট। কলেজ খুললে লিখিত ওয়ার্ক অর্ডার পেয়ে যাবেন। আমি কলেজ চত্বরের মধ্যে মালগুলো তৈরীর একটা সুযোগ করে দিতে অনুরোধ জানালে তিনি জয়দেবকে কলেজের একটা ফাঁকা ঘর খুলে দিতে নির্দেশ দেন। প্রিন্সিপ্যালের মৌখিক অর্ডার মতো আমি ঐ দিনই কিছু কাঠ চেরাই করে রাখি। কিন্তু পরদিন ১৭ অক্টোবর প্রিন্সিপ্যাল এক কলেজ কর্মী মারফৎ বলে পাঠান ম্যানেজিং কমিটি কাজের কোন অনুমতি না দেওয়ায় কাজ এখন হবে না। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যেহেতু আমি তৃণমূল কংগ্রেস করি তাই কলেজ ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য কলকাঠি নাড়ালেন।

ক্রিয়েটিভ এণ্টারপ্রাইজের পক্ষে
সত্যনারায়ণ সূত্রধর, জঙ্গিপুর

জঙ্গিপুরের করচা

ভাঙনের মুখে

সহস্রাব্দের প্রলয়ঙ্করী বন্যা বহুদিন দুর্গত মানুষদের স্মৃতিতে ভয় আর আতঙ্ক জাগিয়ে রাখবে, তাতে সন্দেহ নাই। বানভাসী মানুষের চোখের জল আর বৃষ্টি-বন্যার জলে গঙ্গা-যমুনার যুক্তবেণী গড়ে তুলেছিল কিছুদিন আগে—সে কথা সহজে ভুলবার নয়। বন্যা কেড়ে নিয়ে গিয়েছে কত শত মানুষের প্রাণ, নিয়েছে ধনসম্পদ, নিয়েছে বসবাসের ঘরটুকুও। চারিদিকে জল শুধু জল। একি তার লীলা চঞ্চল প্রমত্ত লাস্য ? যাই হোক—রাক্ষসী বন্যা কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছু। কিন্তু তাতেও কি বিরত রয়েছে তার সর্বগ্রাসী লোল জিহ্বার লোলুপ লালসা ? না। নদী সংলগ্ন যে সব অঞ্চল রয়েছে সেখানে সেখানে বসিয়ে চলেছে তার আগ্রাসী থাবা। ভেঙ্গে পড়ছে অতি অবলীলায় নদীর পাড়ের মাটি আর তার পাশে গড়ে ওঠা দীর্ঘকালের বসবাসের কত শত ঘর বাড়ী। এই মহকুমার বিলীয়মান কাঞ্চনতলা তার জলন্ত নজির। প্রসঙ্গতঃ বলতে চাইছি মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জ—জঙ্গিপুরের কথা। বন্যার দাপটে আর তীব্র জলোচ্ছ্বাসে এপার ওপারের অনেক অংশ ভেঙ্গে চুরে ছত্রখান। সবুজ দ্বীপ খুইয়ে ফেলেছে তার অনেক মাটি। নদীর পূর্বপারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ঢুকে পড়েছে নদী। জঙ্গিপুর সদরঘাটের বহুকালের সাক্ষী দাঁড়িয়ে থাকা বটগাছটির বুকে লেগেছে চরম ধাক্কা, শিকড়ে লেগেছে কম্পন। তবুও সে মৌন হয়ে কালের কপোলতলে দাঁড়িয়ে গুণছে প্রহর। আর এ পাড় রঘুনাথগঞ্জের সদরঘাট (৩য় পৃষ্ঠায়)

আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদিবস

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ সাগরদীঘি সার্কেলের চাঁদপাড়া আদিবাসী প্রাইমারী স্কুলে বহুবিধ বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত ১৪ নভেম্বর বিশ্ব শিশুদিবস ও ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর জন্ম বার্ষিকী পালিত হয়। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সাগরদীঘির বিডিও স্বরূপ সিকদারের উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি গ্রামবাসীদের মুগ্ধ করে। সকালে পরিবেশ সাফাই, প্রভাতফেরী ও পতাকা উত্তোলন করা হয়। সমগ্র দিন দেওয়াল চিত্র প্রদর্শিত হয়। তাতে দেখান হয় শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। দুপুরে এক সভায় সভাপতিত্ব করেন সাগরদীঘির বিডিও স্বরূপ সিকদার এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জেলার বিশেষ আধিকারিক তপশীল জাতি ও উপজাতি বিভাগ পঞ্চায়েত ও গ্রামন্নোয়ন বিভাগ মনোমোহন ঘোষ। সভাপতি ও প্রধান অতিথি নেহেরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। আদিবাসী নৃত্য চলে ছেলেমেয়ে ও বড়দের মধ্যে। প্রধান শিক্ষক বাবলুরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয় গৃহে পাকা মেঝে ও চারিদিক ঘেরার কথা বলেন। প্রধান অতিথি মনমোহন ঘোষকে আদিবাসীরা স্মারকলিপি দিলে তিনি বলেন এই স্কুলের লেখাপড়া সকালেই হওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন—ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান, অধ্যয়ন এবং নিয়মানুবর্তিতা দেখে খুসি হয়েছি। জেলায় তিন বছর আছি এরকম পরিবেশ দেখিনি। আশ্রম হোস্টেলের জন্য আবেদন করুন। এতদিন চেষ্টা করলে পাকা রাস্তা বিদ্যুৎ হয়ে যেত। সভাপতি বিডিও বলেন, এখানে আদিবাসী পরিবেশে সকালে শিক্ষাদানই দরকার। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য লক্ষীরাম সরেন রিপোর্ট করলে এতদিন নলকুপ মেরামত, মোড়াম রাস্তা ইত্যাদি হয়ে যেত। শেষে শিশুদের সারিভোজনে খিচুড়ি পরিবেশন করা হয়।

বোমা বিস্ফোরণে জখম ১

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ গত ১৪ নভেম্বর রাতে বোমা বাঁধতে গিয়ে জেঠিয়া গ্রামে এক ব্যক্তি জখম হ'ন। এবার জেঠিয়ায় দুর্গাপুজা না হয়ে ঘট পুজা হয়। এই ঘট পুজাকে কেন্দ্র করে সামান্য গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। খবর ঐ দিন জনৈক সুধাংশু দাসের নেতৃত্বে পুকুর পারে বোমা বাঁধছিল কিছু দুষ্কৃতি। সে সময় বিস্ফোরণে সুধাংশুর ডান চোখে আঘাত লাগে, ডান হাত জখম হয়। সঙ্গী কয়েকজনও অল্পবিস্তর জখম হয়।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ গত ১৭ নভেম্বর জঙ্গিপুর কলেজ ছাত্র সংসদের পরিচালনায় ত্রিমোহনী ঘাট হতে কলেজ ঘাট পর্যন্ত এক সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৪ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম হন কুন্দন ভকত, দ্বিতীয় অমর সিংহ এবং তৃতীয় সুরজিৎ দাস।

লোকশিল্পীর ৮৫তম জন্মবার্ষিকী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ গত ১২ নভেম্বর প্রয়াত লোকশিল্পী কালাচাঁদ মন্ডলের ৮৫ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হ'ল। তাঁর পুত্র ভরতচন্দ্র মন্ডলের বাণীপুর বাড়ীতে এই উপলক্ষে লোক সংস্কৃতির দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পীর অপর পুত্র রামকানাই মন্ডল ৮৫টি প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ভক্ত অনুরাগীদের উপস্থিতিতে বক্তারা শিল্পীর কর্মকান্ডের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে বাউল গান, লোকগীতি, পল্লীগীতি, কবি গান প্রভৃতি মঞ্চস্থ হয়। সেখানে জরুরের প্রধান বুলারাণী ভদ্রসহ বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা আমার মোয়াক্কেল আকিল আহম্মদ ; মালদা-এর উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে ভুল ও যোগসাজস রেকর্ডের বুনিয়াদে জনৈকা কৈকেয়ী ঘোষ নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। এ কারণে সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে যদি কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন তাহা হইলে তিনি তাহা নিজ দায়িত্বে ক্রয় করিবেন।

সুবীরকুমার রায়, এ্যাডভোকেট
জঙ্গীপুর কোর্ট

তপশীলঃ জেলা মুর্শিদাবাদ ; থানা রঘুনাথগঞ্জ ; মৌজা শ্রীকান্তবাটী।

R. S. খং নং ৭৫৩ দাগ নং ৪৯০ পরিমাণ ০'৪৩ ডেসি

বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর সাহেববাজারে সদর রাস্তায় আনুমানিক ৭ কাঠার উপর দোতলা বাড়ী (মোট ১০টি ঘর, উপর নীচে বারান্দা উঠোন) সকল সুবিধাযুক্ত বিক্রয় হইবে। বাড়ীর নীচে টাইপ স্কুল।

যোগাযোগ— নিশীথ ব্যানার্জী
৪/২০, উদয়শংকর বীথি (সিটি সেন্টার)
দুর্গাপুর ৭১৩২১৬ ফোন (০৩৪৩) ৫৪৭৩৪৩

হারাইয়াছে

আমি এলকেজান বিবি, স্বামী আইনুদ্দিন সেখ, গ্রাম জয়রামপুর, পোঃ জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ। গত ২৪ সেপ্টেম্বর বন্যার সময় আমার একটি আর আই পি সার্টিফিকেট (A/C No. 5598/12/99, Certificate No. C/Z 41085) গৌড় গ্রামীণ ব্যাংক, জঙ্গিপুর শাখা হইতে ক্রয় করা, হারাইয়া গিয়াছে। এই মর্মে থানায় একটি ডাইরী (নং ৫০৭ তাং ২১/১১/2000) করা হইয়াছে।

বাগানসহ বাসবাড়ী বিক্রয়

জোতকমল ঘোষপাড়ায় ৩৩ শতক জায়গাসহ একটি বাড়ী বিক্রয় আছে ৫ খানা ঘর ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসহ।

যোগাযোগের ঠিকানা—জোতকমল বাসষ্ট্যান্ডের কাছে খঞ্জন দাসের মুদিখানার দোকান।

ভাঙনের মুখে (২য় পৃষ্ঠার পর)

থেকে গাড়ীঘাট! তার কি অবস্থা? এবারের বন্যা তার দৃপ্ত পদক্ষেপের তীব্র যে আঘাত হেনে গিয়েছে তার অনুরণন এখনও থেমে থাকেনি। পদঘাতে রঘুনাথগঞ্জের নদীর কিনারা সংলগ্ন জমি দিন রাত্রি একটু একটু করে খসে পড়ছে, ধ্বসে পড়ছে। চাপ চাপ মাটি জলের উপর খসে পড়ে নদীবুককে প্রশস্ত করে চলেছে। সদরঘাট থেকে শুরু করে শ্মশানঘাট পর্যন্ত চোখ মেললে দেখতে পাওয়া যাবে অশ্বখুরের মতো অর্দ্ধাকৃতি বেশ কিছু খাঁড়ি। কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে মেহনতী অসংখ্য মানুষের মাথা গুঁজবার একটুখানি আশ্রয়—তাদের বহু কষ্টার্জিত অর্থে বানানো একটুখানি বাড়ী। নদী ভাঙন তাদের বুকে জাগিয়ে তুলেছে শঙ্কা-আশংকা, কেড়ে নিতে চলেছে তাদের ঘুম। ভাঙনরোধের প্রতিকার কার কাছে চাইবে উদ্বিগ্ন আতংকিত পুরসভার এ অঞ্চলের মানুষ?

এদের রক্ষণের দায়িত্ব কার—পুরসভা না অ্যান্টি ইরোসান কর্তৃপক্ষের না সরকারের?

শঙ্কিত মানুষ জানেনা—"কার পাশে দাঁড়াইবে বিচারের আশে?"

স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী গ্রেপ্তার (১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রেপ্তার করে। মৃত্যুকালে প্রতিমা হাসপাতালে থানার মেজবাবু রতন চৌধুরী এবং আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে তাঁর মৃত্যুর জন্য স্বামীকে দায়ী করেন বলে প্রতিমার বাবা অনিল সরকার জানান। সুব্রতর বাড়ী রেজিনগর থানার রামপাড়ায় এবং প্রতিমার বাড়ী ধুলিয়ানে। ১১/১২ বছর আগে তাদের বিয়ে হয় ও একটি ৭ বছরের শিশু কন্যাও আছে। অনিল সরকার গত ২২ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ থানায় সুব্রতর বিরুদ্ধে তাঁর মেয়েকে মারধোর ও অত্যাচারের অভিযোগ আনেন। অভিযোগে তিনি জানান, মদ খেতে টাকা চেয়ে না পেয়ে সুব্রত প্রতিমার শরীরে কেরোসিন ঢেলে গ্যাস লাইটার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

চার মহাজোট প্রার্থী জয়ী (১ম পৃষ্ঠার পর)

এর পূর্বে চার দলের চার প্রার্থীরা বোঝাপড়া করে ভোট ছাড়াই আসন ভাগ করে নিয়ে ম্যানেজিং কমিটিকে যেমন খুশি তেমনভাবে পরিচালনা করছিলেন। বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস প্রার্থীরা কংগ্রেসের সফি সেখকে প্রার্থী করতে চাওয়ায় বিরোধ বাধলে মতিব ও ষষ্ঠী নির্দল প্রার্থী হয়ে ভোটে লড়ে যথাক্রমে ৭০ ও ৩২টি ভোট পান। মহাজোটের গিয়াসপন্থী নির্দল প্রার্থী ফরমেজ আলি পান সর্বোচ্চ ২৭৫ ভোট। এছাড়া অন্য তিন জোট প্রার্থী গিয়াসপন্থী নির্দল রতন হালদার পান ২৪৪ ভোট, কংগ্রেসের ওমর খৈয়ম ২৬৫ ও তৃণমূলের সানাউল্লা সেখ ২৬৪। সিপিএমের চার প্রার্থীদের মধ্যে আজিজুর (নান্টু) রহমান সর্বোচ্চ ১৭৫ ভোট পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দীর্ঘ ২১ বছর ধরে ভোট না হওয়ায় স্কুল ভোট সম্বন্ধে অন্ধকারে থাকা ১১৮৪ জন অভিভাবকের মধ্যে মাত্র ৪৩২ জন ভোট দেন। মিঠিপুর গ্রামবাসীকেন্দ্রিক এই ভোটে সিপিএম পরাজিত হওয়ায় মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বিরোধীরা স্বভাবতই উৎফুল্ল। অন্যদিকে মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দখলের মতোই এই ভোটে বিরোধীদের জয়কে সিপিএম সেই একই এলাকার মানুষের ভোটে গিয়াসপন্থী বিরোধীদের জয় বলে মন্তব্য করে।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

দোলগোবিন্দ আলিপাত্র — সভাপতি
ধনঞ্জয় কাদিয়া — ম্যানেজার
নবকুমার ভক্ত — সম্পাদক

পুলিশের লাঠি চার্জ (১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্যদিকে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বক্তব্য আমাদের পয়সায় ঐ ঘর তৈরী হয়েছে। ওটা বাস মালিক সমিতিকে দেওয়া চলবে না। আর বুকিং কাউন্টার, পে বুথ, পে ইউরিনাল করলেও তা ব্যবসায়ীরাই পরিচালনা করবেন এবং সেখানে তাদের লোকজনকে নিয়োগ করা হবে। এই তর্কবিতর্কের জের বহুদূর পর্যন্ত গড়ায়। ব্যবসায়ী-দের সঙ্গে ঝামেলায় ফরাক্কা রুটে বাস চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা ঐ কেন্দ্র রক্ষার দাবীতে থানা ঘেরাও করে, ডেপুটেশন দেয় ও বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে গেলে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠি চার্জ করে। তাতে কয়েকজন আহত হন। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয় পুলিশ। তার মধ্যে একজন স্থানীয় কলেজ কর্মী বলে জানা যায়।

সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ (১ম পৃষ্ঠার পর)

জরিমানাও করা হয়। গত ১৭ সেপ্টেম্বর '৮৯ ফরাক্কা থানার দহিতপুর গ্রামে তিন আসামী হারেম সেখ, সানোয়ার সেখ এবং হাব্বা সেখ মহিলা সংক্রান্ত ঘটনায় গণ্ডগোলের জেরে ওদুদ সেখকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সেসন জজ এস কে চৌধুরীর সময়ে মামলা শুরু হয় এবং তিনি সমস্ত সাক্ষী-সাবুদের কাজ শেষ করে যান। তবে মামলার প্রধান অভিযুক্ত হাব্বা সেখ (ওরফে ফেরামুল সেখ) বেকসুর খালাস পাওয়ায় ক্ষুব্ধ বাদীপক্ষ আপীলে যাচ্ছেন, যাতে সরকারী উকিলের সম্মতি আছে বলে জানা যায়। অন্যদিকে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীরাও উচ্চ আদালতে আপীল করছেন। উল্লেখ্য এ পি পি এ ধরনের সরকারী মামলা লড়েও সময় মতো বিল পান না বা আজ পর্যন্ত কোর্ট চত্বরে তাঁকে কোন চেম্বার দেওয়া হয়নি।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, রেশমের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

(ফোন নং : গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।